Ekush (Bengali Community Newspaper) Hollywood, California, USA ▲ Volume 02, Issue 11, October 2, 2007 ▲ www.ekush.info ▲ ২ অক্টোবর ২০০৭ মঙ্গলবার ▲ ১৯ রমজান ১৪২৮ ▲ ১৭ আশ্বিন ১৪১৪

"আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।"সুরা নাহল, আয়াত সংখ্যাঃ ১২৫
"তিনি চোখের খেয়ানত সম্পর্কে (যেমন) জানেন, (তেমনি জানেন) যা কিছু (মানুষের) মন গোপন করে রাখে (সে সব কিছুও)।" (সূরা আল মোমেনঃ আয়াত)
"... তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখছেন।" (সূরা আল হাদীদঃ আয়াত ৪)

www.Ekush.info

প্রসঙ্গ ঃ নিষিদ্ধ কার্টুন

একুশ ডেস্ক

সম্প্রতি বাংলাদেশে প্রথম আলো পরিবারের আলপিন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কার্টুনকে কেন্দ্র করে মানবাধিকার খর্ব করা হয়েছে বলে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। ডেনিস কার্টুনকে কেন্দ্র করে যেমনটি হয়েছিলো। প্রথম আলোতে যে কার্টুন ছাপা হয় তাতে ছিলো, একজন হুজুর ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করছে তার নাম। কিন্তু তার নামের সামনে মোহাম্মদ না বলাতে হুজুর বলেন যে, নামের আগে মোহাম্মদ বলতে হয়। তারপরের কার্টুনে হুজুর ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার বাবার নাম কি ? এবার ছেলেটি বাবার নাম মোহাম্মদ দিয়ে বলে। তৃতীয় কার্টুনে ছেলেটির কোলে একটি বিড়াল দেখে হুজুর জিজ্ঞাসা করেন, তোমার হাতে কি ? ছেলেটি বলে, মোহাম্মদ ....। এই কার্টুনটি ধর্মীয় সেন্টিমেন্টাল হিসাবে চিহ্নিত করাতে আলপিনের উক্ত সংখ্যার সকল কপি বাজেয়াপ্ত করে মার্কেট থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কার্টুনটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে বাংলাদেশে এবং কার্টুনিস্টকে জেলে প্রেরণ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আমরা প্রবাসী মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, তাদের অভিমত জানতে চেয়েছি। তারা কার্টুন সম্পর্কে কি মনে করেন। অনেকে বলেছেন, "মুসলিম পিপল ডোন্ট নো হাউ টু লাফ অর্থাৎ মুসলিম মানুষ এতোই সিরিয়াস যে তারা হাসতেই জানে না"। সামান্য তুচ্ছ জোকসকে কেন্দ্র করে এতো বিরাট ইস্যু করার কোন মানে হয় না বলে জনৈক প্রবাসী বললেন। সেই সাথে যোগ দিয়ে বলেন, এটা উগ্র বা কট্টরপন্থীদের পায়তারা মাত্র। তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতার আশ্রয় দেয়। পাশে থেকে অপর আর একজন বলেন যে, মুসলিমদের সহানুভূতিশীল থাকা উচিত। কার্টুনকে কার্টুনের আর্টে দর্শকদের উপভোগ করতে দেন। সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি পরিস্থিতিকে জটিল করার জন্য এই ধরণের ঘটনার উপস্থাপনা করছেন। ইসলামপন্থী একজন সংগঠককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, রোজার মধ্যে বাংলাদেশে ষড়যন্ত্রমূলক একটা দুর্ঘটনা সৃষ্টির জন্য

▶পৃ..৩

ফোবানার পরসমাচার

বিশেষ প্রতিনিধি

ফোবানা প্রতি বছরের মতো হয়ে গেলো। নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। তাদের এখন কিযে কাজ এটা কিন্তু কেউ বলতে পারে না। কারণ, কেউ যা করার তা করেন না। বরং কিভাবে ব্যক্তিস্বার্থকে কাজে লাগানো যায় বা নিজেকে জাহির করা যায় তার জন্য কিছু সাংবাদিক সম্মেলন করবেন। কয়েকটি স্থানে গিয়ে মত বিনিময় করবেন। সেখানে বলবেন আমরা এই করতে চাই, ঐ করতে চাই আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি। তারা বলবেন, আমাদের শ্লোগান নতুন প্রজন্ম ও মূলধারায় অংশগ্রহণ। কিন্তু কিভাবে ? তাদের আছে শুধু শ্লোগান। জিজ্ঞাসা করে দেখেন কর্মসূচী কি ?

একটা দেশের আইডেন্টিটি প্রতিষ্ঠা করার প্রাথমিক টার্গেট থাকে সেই দেশের শিল্প, সাহিত্য ও কৃষ্টিকে মূলধারার মানুষের কাছে কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা বা নিয়ে যাওয়া। এ ধরণের মৌখিক পরিকল্পনা ছিলো বিগত কমিটির যেমন, বাংলা শিক্ষার। কিন্তু মত বিনিময়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিলো। বাংলাদেশের ঐতিহ্যকে উত্তর আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে নবীন হিসাবে আমাদেরকে গবেষণা করে দেখতে হবে অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি কিভাবে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে যা পরবর্তীতে দু'দেশের ট্রেড উন্নয়নে সরাসরি প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, ইরান, আর্মেনিয়া প্রভৃতি দেশের প্রবাসী তাদের নিজ দেশের ভাষা, শিল্প, সাহিত্যকে ইন্সটিটিউশনে পরিণত করেছে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভূক্ত করেছে। এক্ষেত্রে শিক্ষাই জ্ঞানের আলো, যে আলো দেশ ও জাতিকে উজ্জ্বল করে। এই চিন্তা উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশীদের সর্বোচ্চ সংগঠন হিসাবে দাবী করেন যা দ্বিধা বিভক্তির মাঝে সমান্তরাল হয়ে চলছে। তাদের কাজ হলো মুরব্বিয়ানা করা। একটি স্বাগতিক সংগঠনের উপর সম্মেলনের দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তামাশা দেখা। তারা কিভাবে উপস্থাপিত করছে, পরিবেশনায় কোন অরাজকতা আছে কিনা বা হবে কিনা তার কোন পর্যবেক্ষণ বা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা নাই। যদি থাকে তাহলে কেন প্রতিবার ফোবানায় দুরাবস্থা, দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে ?

নতুন ফোবানার সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের কাছে আমাদের পরামর্শ, আপনারা বাস্তবধর্মী কার্যক্রম বা কর্মসূচী ফোবানায় অন্তর্ভূক্তি করেন এবং কর্মসূচীর তৎপরতা তুলে ধরেন। যেমন, উত্তর আমেরিকার দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল বিভাগ খুলেছে অথচ এনডাউমেন্ট ফান্ডের জন্য পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করতে পারছে না। আজ ছয়(৬) বছর ধরে ক্যালিফোর্ণিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নর্থরীজের হিউম্যানিটিজ কলেজে নজরুলের উপর এনডাউমেন্ট ফান্ড খোলা হয়েছে, সেখানে লেকচারশীপ ও সচেতনতার কোর্স হচ্ছে। কিন্তু বিগত ছয় বছরে মাত্র আঠারো হাজার(১৮,০০০) ডলার সংগ্রহ হয়েছে। অর্থের অভাবে বিভাগ চালু হতে পারছে না। এই সকল প্রচেষ্টা কি ফোবানার করা উচিত নয় ? তারা কি সমগ্র উত্তর আমেরিকার মানুষদের কাছে আবেদন করে

▶পৃ..৩

রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন প্রোগ্রামে বাংলাদেশ থেকে আগত কোচদের সৌজন্যে কনস্যুলেট জেনারেলের বাসভবনে ইফতার পার্টি

একুশ ডেস্ক

গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ কনস্যুলেট জেনারেলের বাসায় রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন প্রোগ্রামে বাংলাদেশ থেকে আগত ৮জন স্পোর্টস কোচদের সৌজন্যে ইফতার পার্টি হয়। উল্লেখ্য যে, প্রতি বছর রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল (এনজিও) এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এডুকেশনের জন্য আসে। গত বছর স্টুডেন্টদেরকে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে এনেছিলো। এবার ৮জন স্পোর্টস কোচদের ইন্টারন্যাশনাল

স্পোর্টস ইনিশিয়েভ প্রোগ্রামে এনেছে এবং আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরের জন্য আমেরিকা থেকে ৫জন স্পোর্টস কোচ যাবেন বলে রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন প্রোগ্রাম অফিসার আলজেরিয়ান মিস ইয়াসমিন ফলিকোসি জানায়। এই টীমের সাথে দোভাষী হিসাবে রয়েছে অরুণ ধৃতি পাল (পশ্চিম বঙ্গের বাঙালি, এখানে পাবলিক পলিসির উপর পেপারডাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করছে)।

দু'সপ্তাহ যাবত থাকতে যারা এসেছেন তারা হলেন শফি কামাল স্পনিল (ক্রিকেট ট্রেনার), মোঃ মাহাবুবুর রহমান (বাস্কেট বল), মোঃ মমতাজুর রহমান (ফুটবল), জেসমিন খানম (ফিজিক্যাল এডুকেশন), মোঃ নাজিমুদ্দিন (ফিজিক্যাল এডুকেশন), মোঃ রাজেদ বিন আমিন চৌধুরী (স্পোর্টস ইন্সট্রাকটর), রাজিয়া সুলতানা (ন্যাশনাল কোচ, এ্যাথলেটিক্স)। রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম নিঃসন্দেহে দেশের জন্য একটি মহৎ উদ্যোগ এবং আমরা প্রবাসীবৃন্দ এই প্রোগ্রামকে সাধুবাদ জানাই। এদেরকে আতিথেয়তা করার জন্য বিশেষ ধন্যবাদের প্রাপ্য কনস্যুলেট জেনারেল ও ফার্স্ট লেডি। উক্ত ইফতার পার্টিতে সাংবাদিকগণ আমন্ত্রিত হন। জানা গেছে, কমিউনিটির অনেক নেতৃবৃন্দ আগত কোচদের উদ্দেশ্যে কমিউনিটির মানুষদের সাথে মিলিত হওয়ার উপায় খুঁজছে।

ডিভি ২০০৯ নিবন্ধন শুরু ৩ অক্টোবর

একুশ ডেস্ক

২০০৯ সালের ডাইভারসিটি ভিসা (ডিভি) লটারির জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে 'ইস্টার্ন ডেলাইট' সময় বুধবার, ৩ অক্টোবর, দুপুর বারটা (বাংলাদেশ সময় রাত দশটা) থেকে রবিবার ২ ডিসেম্বর, দুপুর বারটা (বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটা) পর্যন্ত। নিবন্ধনকালে আবেদনকারীরা www.dvlotery.state.gov এই ওয়েব সাইট থেকে 'ইলেক্ট্রনিক ডাইভারসিটি ভিসা এন্ট্রি ফর্ম' পেতে পারেন। কাগজে কোনো প্রকার আবেদন গ্রহণ করা হবে না। ডিভি আবেদন করার জন্য নিবন্ধন সময়ের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আবেদনকারীদেরকে জোরালোভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে আগে-ভাগেই আবেদন করার জন্য, কারণ অত্যধিক চাহিদার কারণে শেষের দিকে ওয়েব সাইটে প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য হতে পারে। ২রা ডিসেম্বর, দুপুর বারোটার (বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটা) পর আর কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর প্রতিবছর কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত ডাইভারসিটি ইমিগ্র্যান্ট ভিসা কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের 'অভিবাসন ও জাতীয়তা আইনের' (আইএনএ) অনুচ্ছেদ ২০৩(গ)-এর শর্তাবলি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে কম অভিবাসী আছে এমন দেশের নাগরিকদের 'আইএনএ'-এর অনুচ্ছেদ ২০৩(গ) অনুযায়ী প্রতিবছর ৫৫ হাজার ডাইভারসিটি ভিসা প্রদান করা হয়।

বার্ষিক ডিভি কর্মসূচি অনুযায়ী ডাইভারসিটি ইমিগ্র্যান্ট ভিসা পাবার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য সহজ, কিন্তু কঠোর কিছু শর্তাবলি পূরণ করতে হয়। কম্পিউটার দ্বারা দৈবচয়ন পদ্ধতিতে লটারির মাধ্যমে ডিভির জন্য প্রার্থী বাছাই করা হয়। ছয়টি ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে ভিসাগুলো বণ্টন করে দেয়া হয়। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে যে সব অঞ্চল থেকে কম অভিবাসী আছে এমন দেশগুলোকেই বেশি ভিসা দেয়া হয়। গত পাঁচ বছরে যেসব দেশ থেকে ৫০ হাজারের বেশি অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে সেসব দেশের নাগরিকদেরকে কোনো ডাইভারসিটি

▶পৃ..৩

কনসুলেট জেনারেল অব দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ, লস এঞ্জেলেস

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এর দিন (১৩ অক্টোবর ২০০৭ রোজ শনিবার) লস এঞ্জেলেস্থ মাননীয় বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল তাঁর বাসভবনে বিকেল ৫:০০ টা হতে রাত ৮:০০টা পর্যন্ত ক্যালিফোর্ণিয়ায় বসবাসরত সম্মানিত প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী আমেরিকান নাগরিকদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি/আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত।

মাননীয় কনসাল জেনারেলের বাসভবনের ঠিকানা ঃ

৬১১১ ওয়ার্ণার ড্রাইভ,লস এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্ণিয়া - ৯০০৪৮

শিক্ষাখাতে ব্র্যাকের ২৭১ মি. ডলার ব্যয়ের অঙ্গিকার

ব্রাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়রপারসন ফজলে হাসান আবেদ অঙ্গিকার করেছেন, আগামী ৫ বছরে এশিয়া ও আফ্রিকার ৭.৫ মিলিয়ন শিশু ও যুবককে শিক্ষার সুযোগ করে দিতে তার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ২৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হবে। এর মধ্যে শুধু বাংলাদেশেই ব্যয় করা হবে ২২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিউইয়র্কে ৩ দিনব্যাপী ক্লিনটন গে-াবাল ইনিশিয়েটিভের বার্ষিক সভার প্রথম দিনে গত বুধবার তিনি এ অঙ্গিকার করেন। ড. আবেদ বলেন, এ কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের ৭.৫ মিলিয়ন শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেয়া হবে। সেই সঙ্গে সংশি-ষ্ট দেশের চাহিদা অনুযায়ী এ কর্মসূচিতে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ, আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং উচ্চতর ডিগ্রি লাভের সুযোগ থাকবে। এজন্য ২০১২ সালের মধ্যে ব্রাক ২৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করবে। *হিরা তালুকদার*

হিলারিই পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্টঃ বুশ

হিলারি ক্লিনটনকেই প্রেসিডেন্ট পদে নিজের উত্তরসূরী হিসেবে ভাবছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবি-উ বুশ। গত শনিবার দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা এ তথ্য প্রকাশ করে। ওয়াশিংটন পোস্ট জানায়, বুশের ধারণা ২০০৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিলারিই জয়ী হবেন। এমন ধারণার পাশাপাশি বুশ আরও আশা করেন, তার ইরাক নীতির যত সমালোচনাই এখন হিলারি করুন না কেন, প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি ঠিকই ইরাক নীতি বহাল রাখবেন। গত সপ্তাহে টেলিভিশনের খবর পাঠক এবং সানডে শো'র উপস্থাপকদের হোয়াইট হাউসে এক পারিবারিক সান্ধ্যভোজে ডেকেছিলেন বুশ। জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে নয়া ইরাক নীতি ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগের এক অনানুষ্ঠানিক ভোজসভায় একাধিক বিষয়ে নিজস্ব মতামত জানান বুশ। আর সেখানেই তিনি হিলারির প্রশংসা করেন। উপস্থিত অনেকেই জানান, সরাসরি না বললেও বুশের কথাবার্তায় এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হিলারিই সম্ভবত ডেমোক্র্যাটিক দলের মনোনয়ন পাবেন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হবেন।ওয়াশিংটন পোস্ট আরও জানায়, বুশ হিলারিকে দুর্দান্ত প্রার্থী বলে উলে-খ করে বলেন, তিনি প্রচুর তহবিল সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। নির্বাচনী প্রচারণার নানা ধরনের চাপ মোকাবেলায় হিলারির দক্ষতার প্রশংসা করে বুশ বলেন, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্যিই অত্যন্ত কষ্টকর। *শফিক সাফি*

ছবি পরিচিতি:

লস এঞ্জেলেসের মাহে রমজান পালনের খন্ডচিত্র: ❶স্থানীয় অন্যান্য খাবার দোকানে ইফতারীর নানাবিধ আয়োজন: আলাদিন ❷দেশী ❸ স্বদেশ ❹পরদেশ ❺ বাংলাদেশ সেন্টার ❻ মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (MUNA) সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া চ্যাপ্টার ❼উত্তরন ❽ইসলামিক সেন্টার -- ছবি -একুশ